১ এপ্রিল ২০১৭

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ
৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিষয়ে
প্রাথমিক বিবৃতি

সার-সংক্ষেপ

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি) এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সাধারণভাবে বড় কোন ঘটনা ছাড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে, যদিও দিনের শেষভাগে বিচ্ছিন্ন কিছু সহিংসতা ও জোর করে ব্যালট নিয়ে তাতে সিল মারার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণভাবে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদেরকে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে। ভোটাররাও সুশৃঙ্খলভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন। ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ভোট প্রদানের হার ৬২.৭% । পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ছোট-খাট কিছু অনিয়ম ও সহিংসতা সত্ত্বেও ইডব্লিউজি মনে করে যে কেএম নুরুল হুদার নেতৃত্বে পরিচালিত ১২তম নির্বাচন কমিশনের জন্য কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন একটি শুভ সূচনা।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

সর্বমোট ১০৩ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ইডব্লিউজি ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্য থেকে ২৬টি ওয়ার্ডের ৩৮ টি (৩৬.৯%) ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ভোটকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে এসব কেন্দ্র বাছাই করা হয়। নির্বাচন-দিনের আগেই সকল পর্যবেক্ষককে দিন-ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং এসব পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ইডব্লিউজি'র এই ব্যাপক-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় সেগুলো হল: (১) ভোটকেন্দ্র খোলার সময়কাল (Opening of the polling station) পর্যবেক্ষণ (২) ভোটগ্রহণ কার্যক্রম (Voting Operations) পর্যবেক্ষণ (৩) ভোট কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা (Closing) ও ভোটগণনা (Counting) পর্যবেক্ষণ এবং (৪) ভোটকেন্দ্রের বাইরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ।

ভোটগ্রহণ শুরুর সময়

ইডব্লিউজি'র নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল এবং নির্ধারিত সময়েই ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল। ভোটগ্রহণ শুরুর আগে ব্যালট বাক্সগুলো যে খালি ছিল সেটা প্রমাণের জন্য পর্যবেক্ষণকৃত সকল ভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের সামনে ব্যালট বাক্স খোলা হয়েছিল। ভোটগ্রহণ শুরুর সময় পর্যবেক্ষণকৃত ৯৪% কেন্দ্রে দেখা গেছে ভোটাররা ভোট প্রদানের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এর মধ্যে ৫৯% কেন্দ্রে লাইনে ৪০ জনেরও বেশি ভোটার ভোট প্রদানের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। ভোট গ্রহণ শুরুর সময় ইডব্লিউজির পর্যবেক্ষকবৃন্দ ৯৭.৪% ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট এবং ৮৯.৫% ভোট কেন্দ্রে বিএনপি মেয়র প্রার্থীর এজেন্টদের দেখতে পেয়েছেন।

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম

পর্যবেক্ষণকৃত বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রে দিনের শুরুর দিকে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম শান্তিপূর্ণ ছিল। পর্যবেক্ষণকৃত সকল ভোটকেন্দ্রে বড় দুটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিল। পর্যবেক্ষণকৃত সকল কেন্দ্রে ভোটপ্রদানের গোপনীয়তা বজায় ছিল। পর্যবেক্ষকবৃন্দ দেখতে পেয়েছেন যে বয়স্ক, গর্ভবতী নারী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও অন্যান্যভাবে প্রতিবন্ধী ভোটারদের ভোট প্রদানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ৭৯% ভোটকেন্দ্র প্রতিবন্ধী ভোটারদের প্রবেশের

উপযোগী ছিল। পর্যবেক্ষণকৃত ৯৫% ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতার সাথে ভোটগ্রহণ করতে দেখা গেছে। ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকবৃন্দ দিনের বিভিন্ন সময়ে নিম্নবর্ণিত ভোট প্রদানের হার লিপিবদ্ধ করেছেন:

সকাল ১০.০০ টা	দুপুর ০১.০০ টা	বিকাল ০৩.০০ টা	বিকাল ০৪.০০ টা
২২%	৫১%	৬০%	৬২.৭%

শান্তিপূর্ণ সকাল, বিকালের দিকে ছোট-খাট বিচ্ছিন্ন সহিংসতা

ইডব্লিউজি'র নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে সকালের দিকে ভোটকেন্দ্রগুলোতে কোন সহিংসতা বা নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু বিকালের দিকে ১৫.৮% ভোটকেন্দ্রে কিছু কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। যদিও কিছু ভোটকেন্দ্রে পর্যবেক্ষকেরা চিহ্নিত করা যায়নি এমন ব্যক্তিদের জোর করে ব্যালট পেপারে সিল মারার চেষ্টা করতে দেখেন কিন্তু নির্বাচন কমিশন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইডব্লিউজির পর্যবেক্ষকবৃন্দ দিনের শেষভাগে ৬ টি ভোট কেন্দ্রে নিম্নউল্লেখিত ১২ অনিয়মের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন:

নির্বাচনী অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনা	ঘটনার সংখ্যা
ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে প্রার্থী কর্তৃক যানবাহনের সুবিধা প্রদান	১
ভোটকেন্দ্রের ভেতরে সহিংসতা	১
ভোটকেন্দ্রের বাইরে সহিংসতা	৪
গ্রেফতারের ঘটনা	৩
ভোট কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা	২
বন্ধ ঘোষিত ভোট কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণ	১

ভোটগ্রহণ সমাপ্তি ও গণনা

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সকল ভোটকেন্দ্র নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বিকাল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই পর্যবেক্ষিত সকল কেন্দ্রে ভোট গণনা শুরু হয়েছিল; তবে, ভোটগণনা চলাকালে ইডব্লিউজি'র ৮ জন পর্যবেক্ষককে গণনা কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষণকৃত ৯৭% কেন্দ্রে দেখা গেছে প্রিজাইডিং অফিসার - পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের প্রবেশ নিশ্চিত করে ভোট গণনা শুরু করেছেন। এছাড়াও পর্যবেক্ষণকৃত সকল কেন্দ্রে পর্যবেক্ষকবৃন্দ গণনা কক্ষে অযাচিত কোন ব্যক্তির উপস্থিতি দেখতে পাননি। গণনার পূর্বে সকল ব্যালট বাক্সে নিরাপত্তা সিল সঠিকভাবে লাগানো ছিল। ভোটগণনা চলাকালে কোন প্রকার সহিংসতা বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি। কোন ভোটকেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত করা হয়নি, গণনার সময় শুধুমাত্র একজন পোলিং এজেন্ট এর কাছ থেকে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মো. আব্দুল আলীম (পিএইচডি)
পরিচালক
বাড়ী # ০৫, সড়ক # ০৮, বারিধারা আ/এ, ঢাকা-১২১২
মোবাইল: ০১৭৩৩৫৬৮০৪৪, ই-মেইল: aalim@ewgbg.org

ইডব্লিউজি পরিচিতি

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ২৮টি প্রতিষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)। ইডব্লিউজি কিছু অবশ্য পালনীয় আচরণবিধির (code of conduct) দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা দেশে ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ইডব্লিউজি নির্বাচন পর্যবেক্ষণে দৈব চয়নের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র নির্বাচন করে এবং পর্যবেক্ষকদেরকে ব্যাপক-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে এ পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইডব্লিউজি জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন বিষয়ে এডভোকেসি, নির্বাচনী ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করে আসছে।